OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 97 - 103
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে নারী পরিসর : একটি বিশ্লেষণী পাঠ

যুগল কিশোর মাহাত
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: jugalkishore.mahata@gmail.com
0009-0007-4056-5822

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Ramkumar Mukhopadhyay, Bengali Short Stories, Women, Feminist Criticism, Socio-economy Conditions, Middle-class Women, Marginalized Women, Women's Psychology, Women's Space.

Abstract
Ramkumar Mukhopadhyay is a prominent and well-known fiction writer in twenty-first -century Bengali literature. He was born in Kolkata on 8 March 1956. After the death of his father when he was only one and a half years old, his family left Kolkata and returned to their ancestral village of Geliya in Bankura district. His childhood and adolescence were spent entirely in the rural environment of Rarh Bengal. Consequently, the lived experiences of the marginalized people and the realities of women in this region are reflected in his short stories and novels. His literary career began with the writing of short stories. His first short-story collection, 'Madale Natun Bol', was published in 1984 and consisted of fourteen stories. Since the late 1970s, Ramkumar Mukhopadhyay has been consistently engaged in literary pursuits as a fiction writer. To date, more than one hundred short stories have been published in his nine short-story collections. His short-story collection 'Priyankar Chelei', comprising twelve woman - centred stories, was published in 2008. The present study focuses on five stories from the collections— Piknik, Jatismar, Charoibeti, Sharirer Bhanga Garha and Sakhina— to examine the representation and spatial positioning of women in Mukhopadhyay's short stories. The study particularly considers the socio-economic location of women, their experiences of marginality, domestic and social constraints, consciousness of right, quest for autonomy, and possibilities of economy self-reliance. An attempt has therefore been made to analyse how the selected narratives construct diverse forms of Women's lived experience within rural and socially stratified contexts.

Discussion

রামকুমার মুখোপাধ্যায় একবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক। তাঁর জন্ম ৮ মার্চ ১৯৫৬ সালে কলকাতায়। মাত্র দেড়বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর তাঁর পরিবার কলকাতা ত্যাগ করে বাঁকুড়া জেলার পৈতৃক গ্রাম

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গেলিয়ায় ফিরে আসে। ফলে রাঢ় বাংলার গ্রামীণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাঁর শৈশব ও কৈশোরের অভিজ্ঞতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই জীবন-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যকর্মেও লক্ষ করা যায়। বিশেষত গ্রামবাংলার খেটে-খাওয়া প্রান্তিক মানুষের জীবনযাপন, দারিদ্র্য, সামাজিক বঞ্চনা এবং নারীর বহুমাত্রিক জীবনবাস্তবতা তাঁর ছোটগল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়েই রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের সূচনা। তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প-সংকলন 'মাদলে নতুন বোল' ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়; এতে মোট চৌদ্দটি গল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখনও পর্যন্ত তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা নয়টি এবং ছোটগল্পের সংখ্যা শতাধিক। এর পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যকর্মে ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ-সমালোচনাগ্রন্থ, অনূদিত গ্রন্থ, সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থেরও উপস্থিতি রয়েছে। সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য সাধনার ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ সমাজ, প্রান্তিক মানুষ এবং বিশেষত নারীর জীবনবাস্তবতা একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

তাঁর শৈশব ও কৈশোর রাঢ় বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে অতিবাহিত হওয়ার ফলে সেই পরিবেশ তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পে গ্রামবাংলার খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি নারীর শ্রম, দারিদ্র্য, পারিবারিক দায়িত্ব, সামাজিক অবস্থান, মানসিক টানাপোড়েন, প্রতিবাদী চেতনা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নারীকেন্দ্রিক গল্পগুলি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বারোটি নারীকেন্দ্রিক গল্প নিয়ে 'প্রিয়াঙ্কার ছেলেই' গল্প-সংকলনটি ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের 'পিকনিক', 'জাতিস্মর', 'চরৈবেতি', 'শরীরের ভাঙা গড়া' এবং 'সখিনা' —এই পাঁচটি গল্পকে কেন্দ্র করে বর্তমান আলোচনায় রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নির্মিত নারী পরিসরের বহুমাত্রিক রূপ অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

> "বাংলা গদ্য সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শিল্পরূপ ছোটোগল্প বা Short Story।"[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই বাংলা ছোটগল্প প্রাণপ্রতিষ্ঠা পায়। প্রথম সার্থক বাংলা ছোটগল্প হিসেবে ধরা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' (১৮৯০) গল্পটিকে। পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে কথাসাহিত্যিক তাঁদের রচনায় নারীর জীবন ও অভিজ্ঞতাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। এই ধারার উত্তরপর্বে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পেও নারীর জীবনবাস্তবতা একটি গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান-উপাদান হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'পিকনিক' গল্পটি প্রথম ১৯৮০ সালে 'গল্পগুচ্ছ'-এ 'একটি রাগী মেয়ের গল্প' নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে 'মাদলে নতুন বোল' গল্প-সংকলনে এটি 'পিকনিক' নামে অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পটির আখ্যানভূমিতে গ্রামীণ দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে শহুরে উচ্চবিত্ত জীবনের বৈপরীত্য নির্মিত হয়েছে। এই সামাজিক বৈপরীত্যের মধ্যেই গ্রামীণ নারীর জীবনসংগ্রাম একটি স্বতন্ত্র মাত্রা অর্জন করেছে।

গল্পে পরাণ মাঝির বউ, লেদা মাঝির বউ, সুদি এবং গঙ্গির মতো নারীচরিত্রের উপস্থিতি গ্রামীণ নারীর বহুমাত্রিক জীবনবাস্তবতাকে উন্মোচিত করে। তাঁরা এমন এক সামাজিক পরিসরের প্রতিনিধি, যেখানে নারীর শৈশব থেকেই শ্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি হয়। সুদি গোরু চরায়, গঙ্গি ছাগল চরায়—

> "ফুলনগরের বউয়ের ছোটো মেয়ে সুদি পুকুরপাড়ে গোরু চরাচ্ছিল। বছর সাতেক বয়েস। তিনেমাঝির মেয়ে গঙ্গিও ছাগল চরাচ্ছিল পুকুরপাড়ে।"[২]

উদ্ধৃত অংশটি নির্দেশ করে যে প্রান্তিক পরিবারের মেয়েদের শৈশবও শ্রমনির্ভর। অর্থাৎ তাদের বেড়ে ওঠার পরিসর কেবল পারিবারিক স্নেহ ও পরিচর্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং অল্পবয়স থেকেই তাদের পারিবারিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। কেউ পশুপালনের কাজে যুক্ত, কেউ কৃষিশ্রমে, আবার কেউ অন্যের বাড়িতে গৃহ পরিচারিকার কাজ করে। ফলে নারীর সামাজিক অবস্থান এখানে তার শ্রমক্ষমতা ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'পিকনিক' গল্পে শহুরে ভোগসংস্কৃতির সঙ্গে গ্রামীণ দারিদ্র্যের যে বৈপরীত্য নির্মিত হয়েছে, তার মধ্য দিয়েই শ্রেণিগত বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রামের মানুষের ন্যূনতম খাদ্যসংস্থানের নিশ্চয়তা যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে শহরের বাবুরা একই গ্রামীণ পরিসরে এসে বিপুল খাদ্যসামগ্রী নিয়ে পিকনিক করে। পিকনিকের উচ্ছিষ্টের জন্য গ্রামের শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের ভিড় জমা এই সামাজিক বৈষম্যকে আরও তীব্র করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে গঙ্গির মায়ের জীবনও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সংসার চালাতে হয় তাকে। কিন্তু শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া সামান্য খাদ্য বা অর্থও তার নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না; পারিবারিক পরিসরে তাকে স্বামীর কটূক্তি ও গালাগালির মুখোমুখি হতে হয়—

> "আজ মুড়ি দেয়নি, পান্তাভাত দিয়েছে। ভাত সেখানে বসেই খেয়ে এসেছে, বুড়োর তাতেই রাগ।"[৩]

স্বামীর সঙ্গে তার কথোপকথনে পারিবারিক ক্ষমতার অসমতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুড়োর বক্তব্যে যেমন অতীতের পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের স্মৃতি রয়েছে, তেমনই গঙ্গির মায়ের প্রত্যুত্তরে রয়েছে সেই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ—

> "রোজগারের পয়সা রসের বিবি ভামা বোষ্টমীকে অর্ধেক দিতিস, আর অর্ধেক গাঁজা খেতিস রে মিন্‌সে।"[৪]

অতএব, গঙ্গির মায়ের চরিত্রটি নিছক নিপীড়িত নারীর প্রতিমূর্তি নয়; বরং তার মধ্যে আত্মমর্যাদা ও প্রতিবাদের একটি অন্তর্নিহিত সত্তাও ক্রিয়াশীল।

গল্পে শহুরে নারীজীবনের সঙ্গে গ্রামীণ নারীর জীবনযাপনের যে বৈপরীত্য নির্মিত হয়েছে, তা নারীর সামাজিক অবস্থানকে শ্রেণিগত পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করার সুযোগ করে দেয়। শহরের নারীর অবসর, প্রেম ও ভোগের পরিসরের বিপরীতে গ্রামীণ নারীর জীবন নির্ধারিত হয় শ্রম, দারিদ্র্য ও সামাজিক বিধিনিষেধ দ্বারা। ফলে 'পিকনিক'-এ নারীপরিসর কেবল লিঙ্গগত অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্মিত নয়; শ্রেণি ও আর্থসামাজিক অবস্থানও সেই পরিসরকে নিয়ন্ত্রণ করে। গল্পের শেষাংশে গঙ্গির উচ্চারণ—

> "মুখপুড়ি মাগা ভাত, মাগের লাথ।"[৫]

—প্রান্তিক নারীর ক্ষোভ ও প্রতিবাদী চেতনাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রকাশ করে। এখানে তার বক্তব্য নিছক কৌতুক বা কটাক্ষ নয়; বরং সামাজিক বৈষম্য, অপচয় এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি প্রতীকী প্রতিক্রিয়া। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'পিকনিক' গল্পে নারীর পরিসর একদিকে যেমন বঞ্চনা ও প্রান্তিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অন্যদিকে তেমনই প্রতিবাদ ও আত্মমর্যাদার সম্ভাবনাও বহন করে।

'জাতিস্মর' গল্পে রাধার মা প্রধান নারীচরিত্র। তাঁর স্বামী সংসারত্যাগ করে ধর্মীয় জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছে। ফলে রাধার মায়ের জীবন একদিকে পারিবারিক দায়িত্বের ভারে আবদ্ধ, অন্যদিকে স্বামীর প্রতি আবেগগত সম্পর্কের টানাপোড়েনে নির্মিত। রাধার বাপ মনোহর দাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে সংসারজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সংসারের দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করে সে গৃহত্যাগী হয়। গল্পকার লিখেছেন—

> "যে মনোহর দাসকে মেলা থেকে এনেছিল কিষ্টদাস সামুই, সেই মনোহর দাসই একদিন তাকে পথে বার করে নিয়ে গেল।"[৬]

এই গৃহত্যাগের ফলে পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়, তার অভিঘাত রাধার মায়ের জীবনেও প্রতিফলিত হয়। তাই সে স্বামীর সন্ধান করে এবং তাঁকে সংসারে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। এখানে নারীর পারিবারিক দায়িত্ববোধের ছবি ফুটে উঠেছে।

গল্পকার রাধার মা ও রাধার বাপের সম্পর্কের দূরত্বকে নদীর দুইস্রোত ও চরের উপমার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "অষ্টমীর চাঁদের আলোয় নদী জলের দু-টুকরো স্রোত চিকচিক করে। চাঁদের আলো পড়েছে দু-স্রোতের মাঝের চড়াতেও। কিন্তু এ দুয়ের রঙ আলাদা, রূপও আলাদা। জ্যোৎস্নার একটা অংশ যখন শালির দু-স্রোতে অবিরত ভেসে যায়, তার অন্য একটা অংশ নদীর চড়ায় আটকে থাকে।"[৭]

এই উপমার মধ্য দিয়ে একই সম্পর্কের দুই ভিন্ন জীবনগত অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাধার মা সংসার ও পারিবারিক বাস্তবতার মধ্যে অবস্থান করছে; বিপরীতে রাধার বাপ সংসারত্যাগী সত্তা হিসেবে অন্য এক জীবনপথ বেছে নিয়েছে।

রাধার মা যখন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তখন তার কথাবার্তায় সংসারের অভাব-অভিযোগের কথায় বেশি প্রকাশিত হয়। সে স্বামীকে বাড়ি ফিরে আসতেও অনুরোধ করে এবং জমিজমা ও সংসারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কথাও জানায়—

> "তেমন হলে তোমার দেওয়া তিন কাঠা জমির ওপর আমি বাবা মনোহরের ঝিটবাড় তুলে দুবো। তুমি গেলে থেকেই গেলে।"[৮]

এখানে নারীকে কেবল স্বামীনির্ভর চরিত্র হিসেবে দেখলে চরিত্রটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। রাধার মা সংসার পরিচালনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে বহন করছে।

স্বামীর প্রতি তার যত্ন, ছোলার ছাতু ও গুড় মেখে দেওয়া, অর্থ সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি আচরণ দাম্পত্য সম্পর্কের আবেগগত মাত্রাকে প্রকাশ করে। একইভাবে রাধার বাপও তাকে বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে বিদায় জানায়। ফলে গল্পের শেষাংশে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক মমতা ও ভালোবাসার একটি সূক্ষ্ম আবেগগত পরিসর নির্মিত হয়। 'জাতিস্মর'-এর নারীপরিসর তাই একদিকে পারিবারিক দায়িত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অন্যদিকে আবেগ, স্মৃতি, ভালোবাসা দ্বারাও সমৃদ্ধ।

'চরৈবেতি' গল্পটি প্রথম 'কুঠার' পত্রিকায় ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে এটি বিভিন্ন গল্প-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'চরৈবেতি' শব্দটির অর্থ চলতে থাকা, এগিয়ে যাওয়া বা থেমে না থাকা। গল্পের প্রধান নারীচরিত্র গোপার জীবনযাত্রার সঙ্গে এই অর্থের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ গোপার জীবন এক স্থবির ও নিয়ন্ত্রিত পারিবারিক পরিসর থেকে ক্রমাগত মুক্তির সন্ধানের দিকে অগ্রসর হয়।

গোপার বিবাহ একটি স্বচ্ছল পরিবারে হলেও বিবাহ-পরবর্তী জীবন তার কাছে স্বাধীনতার নয়। গল্পকার তাকে 'অশোকবনে বন্দিনী সীতা'-র সঙ্গে তুলনা করেছেন—

> "সে এখন ছ-কুঠুরির আশোকবনে সীতা।"[৯]

এই উপমা গোপার অবস্থানকে গভীরভাবে ব্যাখ্যা করে। অশোকবনে বন্দিনী সীতার মতোই গোপা শারীরিকভাবে একটি পরিবারের মধ্যে অবস্থান করলেও মানসিক ও সামাজিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। তার চলাফেরা, সিদ্ধান্ত এবং সামাজিক যোগাযোগ— সবই পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের অধীন।

পাশের গ্রামের মেলায় যাওয়ার মতো সামান্য ইচ্ছাও তার স্বাধীনভাবে পূরণ করার সুযোগ নেই। স্বামী রবির প্রশ্ন— 'ঘর আগলাবে কে?' —গৃহস্থালির দায়িত্বকে কীভাবে নারীর চলাফেরার উপর নিয়ন্ত্রণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তা স্পষ্ট করে। গোপার শ্রম ও উপস্থিতি পরিবারের জন্য অপরিহার্য, কিন্তু তার ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতার কোনো স্বীকৃতি নেই।

পরবর্তী সময়ে সাধুবাবাজির সঙ্গে গোপার পরিচয় এবং তার সঙ্গে চলে যাওয়া এই বন্দিত্ব থেকে মুক্তির একটি প্রচেষ্টা। কিন্তু ঠাকুরদাস বাবাজির সঙ্গেও গোপা কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করে না। শ্যাম বোষ্টমের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটে। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের পরিসর পরিবর্তিত হলেও তার প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকে। এই অভিজ্ঞতা গোপাকে শেষপর্যন্ত প্রচলিত সম্পর্কের কাঠামোর বাইরে নিজের মতো করে জীবনকে অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যায়। হাতে একতারা, গায়ে গেরুয়া বসন, কপালে চন্দনের টিপ এবং কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে গোপার পথে বেরিয়ে পড়া তাই নিছক গৃহত্যাগ নয়; এটি তার ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা অনুসন্ধানের প্রতীকী রূপ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি
বান্ধিব বসন দিয়া।।'[১০]

গোপার এই যাত্রা একটি নির্দিষ্ট পুরুষের কাছ থেকে অন্য পুরুষের কাছে স্থানান্তর নয়; বরং পুরুষনির্ধারিত সম্পর্কের বাইরে নিজের অস্তিত্বের সন্ধান। সেই অর্থে 'চরৈবেতি' গল্পে নারীপরিসর একটি চলমান ও পরিবর্তনশীল পরিসর। গোপার পথচলা নারীর স্বাধীন সত্তা, আত্মনির্ধারণ এবং প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরোধের একটি তাৎপর্যপূর্ণ রূপকে সামনে আনে।

'শরীরের ভাঙা-গড়া' গল্পে ফুলমণি ও নমিতার মতো নারীদের জীবনকে কেন্দ্র করে প্রান্তিক নারীর শ্রমনির্ভর অস্তিত্ব এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের চিত্র ফুটে উঠেছে। এই নারীদের জীবন একই সঙ্গে পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বে আবদ্ধ। ফলে তাঁদের নারীপরিসর একক কোনো পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়; শ্রমজীবী নারী, মা, স্ত্রী এবং সামাজিক অংশগ্রহণকারী— এই বিভিন্ন ভূমিকা একই সঙ্গে তাঁদের জীবনকে নির্মাণ করে।

ফুলমণি মাঠে বোরো ধান রোয়ার কাজ করে। একই সঙ্গে সে পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ায় বিডিও ও সভাপতিদের ডাকা মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার দায়িত্বও পালন করে। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব থেকে তার অব্যাহতি নেই। পঞ্চায়েত অফিসে যাওয়ার প্রসঙ্গে সে বলে—

"ছেলেটা মাই খায়নি সকাল থেকে। ঘরে যেতে হবে।"[১১]

এই বক্তব্যের মধ্যে প্রান্তিক নারীর বহুমাত্রিক শ্রমের বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে। উৎপাদনমূলক শ্রমের পাশাপাশি গৃহস্থালি শ্রম ও সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বও তার উপর বর্তায়। একই পরিস্থিতি নমিতার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। অর্থাৎ নারীর শ্রম এখানে দ্বিমাত্রিক— একদিকে অর্থনৈতিক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শ্রম, অন্যদিকে পারিবারিক পুনরুৎপাদনের শ্রম।

কিন্তু গল্পের তাৎপর্য এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ফুলমণির চরিত্রে অর্থনৈতিক ও পারিবারিক দায়িত্বের পাশাপাশি অধিকার চেতনারও প্রকাশ ঘটে। পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে মিটিংয়ের কুড়ি টাকা দাবি করার সময় তার প্রশ্ন—

"আমার সঙ্গে দেখা হল নি বলে কি বিডিও-র মাইনে কাটা যাবে?"[১২]

এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক কাঠামোর প্রতি তার সচেতনতা এবং নিজের শ্রমের মূল্য সম্পর্কে ধারণা প্রকাশিত হয়। সে নীরবে বঞ্চনা মেনে নেয় না; বরং প্রশ্ন তোলে এবং নিজের অধিকার দাবি করে। ফলে ফুলমণির চরিত্রটি প্রান্তিকতার পাশাপাশি প্রতিবাদী আত্মসচেতনতারও প্রতীক হয়ে ওঠে। এই গল্পে নারীজীবনের 'ভাঙা' ও 'গড়া'— দুটি প্রক্রিয়াই পাশাপাশি সক্রিয়। দারিদ্র্য, শ্রম, পারিবারিক দায়িত্ব ও সামাজিক প্রতিকূলতা নারীর জীবনকে ক্রমাগত ভেঙে দেয়; আবার সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তৈরি হয় আত্মসচেতনতা, প্রতিবাদ এবং নিজের অবস্থান পুনর্গঠনের ক্ষমতা। এই দ্বৈত প্রক্রিয়াই গল্পটির নারীপরিসরকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের আরেকটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'সখিনা'। 'সখিনা' গল্পের প্রধান নারী চরিত্র হল সখিনা। 'সখিনা' গল্পে নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা লাভ করেছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সখিনা নিম্নবিত্ত পরিবারের নারী। তার স্বামী মজিদ অন্যের জমিতে ও বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করে। এই আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে সখিনা নিজ উদ্যোগে 'বেলখোলা'-র মালা তৈরির ব্যবসা শুরু করে। সখিনার উদ্যোগ কেবল ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সে গ্রামের পঁচিশ-তিরিশটি পরিবারের নারীদের এই কাজ শেখায় এবং তাঁদেরও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে। ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ধীরে ধীরে একটি সম্মিলিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "গাঁয়ের হাঁড়ি, বাগদি, তাঁতিপাড়ার মেয়েরা তার ঘরে আসে। সখিনা কারো খুড়ি, কারো বউদি, কারো শুধু সখিনা। তার বউয়ের একটা আলাদা ইজ্জত। ঘরের পুরুষদের এমন পোশাক বদলাচ্ছে। বউয়ের পয়সায় কারো গায়ে গেঞ্জি চাপছে, কারো পায়ে চটি। মজিদেরও কিছু কিছু জিনিস মিলেছে।"[১৩]

উদ্ধৃত অংশে নারীর উপার্জনের প্রত্যক্ষ সামাজিক ফলাফলও লক্ষ করা যায়। নারীর উপার্জন পরিবারের ভোগক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং একই সঙ্গে তার সামাজিক মর্যাদাকেও পুনর্নির্মাণ করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এখানে কেবল অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচক নয়; এটি নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গেও যুক্ত।

সখিনার কর্মজীবনের বিস্তারও লক্ষণীয়। গৃহস্থালির কাজ, সন্তান প্রতিপালন, গোরু দেখা, মালা তৈরি, অন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, ব্যাংকের ঋণের কিস্তি পরিশোধ, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং হিসাব-নিকাশ— সবকিছুই তাকে একই সঙ্গে পরিচালনা করতে হয়—

> "সখিনাকে ছেলেমেয়ের চর্চা, রান্নাবান্না, গোরু দেখা সবই করতে হয়। তার ভেতর ফাঁক বার করে মালা বানায়, অন্যকে মালা করা শেখায়, ব্যাঙ্কের লোনের কিস্তি জোগায়। বিষ্টুপুরের ব্যবসাদারদের সঙ্গে কথা বলা, হিসেব নিকেশ করা, সন্ধেয় পড়শিদের মালা বুঝে নেওয়া এসবও আছে।"[১৪]

এই উদ্ধৃতি সখিনার শ্রমের বহুমাত্রিকতাকে স্পষ্ট করে। তার শ্রম একদিকে গৃহস্থালি, অন্যদিকে উৎপাদনমূলক; একদিকে ব্যক্তিগত, অন্যদিকে সামাজিক। ফলে সখিনার চরিত্রে নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক নেতৃত্ব পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সখিনার উদ্যোগ ব্যক্তিগত সাফল্যে থেমে থাকে না। গ্রামের অন্যান্য নারীরাও তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করে। বেলের সংকট দেখা দিলে কলকাতা থেকে লরিতে করে বেল আনা হয়; গ্রামের কাঁচা রাস্তায় লরি ঢুকতে না পারলে নারীরা সম্মিলিতভাবে বস্তাগুলি নামিয়ে নিয়ে যায়। এই দৃশ্য নারীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত শ্রমের একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিরূপ নির্মাণ করে। গল্পের শেষাংশে কথাকার লিখেছেন—

> "একলা হাঁটলে পথ বাড়ে। পা বাড়ালে কমতে থাকে। সখিনার সঙ্গে কুচোকাচা মিলে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন।"[১৫]

এই উক্তি গল্পটির অন্তর্নিহিত সামাজিক দর্শনকে সংহত করে। একক উদ্যোগ যখন সম্মিলিত কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়, তখন ব্যক্তিগত সংগ্রাম একটি বৃহত্তর সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সখিনা তাই কেবল একজন অর্থনৈতিকভাবে উদ্যোগী নারী নয়; তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে সম্মিলিত নারীশক্তি, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং স্বনির্ভরতার একটি সামাজিক পরিসর নির্মিত হয়েছে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত পাঁচটি গল্পের পাঠে নারীর জীবন ও নারী পরিসরের যে বহুমাত্রিক রূপ উন্মোচিত হয়, তা কোনো একক সামাজিক বা তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 'পিকনিক', 'জাতিস্মর', 'চরৈবেতি', 'শরীরের ভাঙা গড়া' এবং 'সখিনা' — প্রতিটি গল্পেই নারী ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব নির্মাণ করে। ফলে তাঁর গল্পে নারী একদিকে যেমন সামাজিক কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অন্যদিকে তেমনই সেই কাঠামোর ভিতর থেকেই নিজের অবস্থান পুনর্নির্মাণের প্রয়াসী।

'পিকনিক'-এর প্রান্তিক নারীচরিত্রগুলির ক্ষেত্রে দারিদ্র্য, শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রমের বাস্তবতা নারীজীবনের পরিসরকে সংকুচিত করেছে; কিন্তু সেই সংকটের মধ্যেই প্রতিবাদের সম্ভাবনাও উন্মোচিত হয়েছে। 'জাতিস্মর'-এ রাধার মায়ের চরিত্রে পারিবারিক দায়িত্ব, আবেগ ও সম্পর্কের স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা একটি বিশেষ নারী পরিসর নির্মাণ করেছে। 'চরৈবেতি'-র গোপা আবার গৃহস্থালি নিয়ন্ত্রণের সীমা অতিক্রম করে স্বাধীন সত্তার অনুসন্ধানে যাত্রা করেছে। 'শরীরের ভাঙা গড়া'-র ফুলমণি ও নমিতার ক্ষেত্রে শ্রম, মাতৃত্ব, পারিবারিক দায়িত্ব এবং অধিকার চেতনা একই সঙ্গে নারীজীবনকে নির্মাণ করেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অন্যদিকে 'সখিনা'-র চরিত্রে অর্থনৈতিক উদ্যোগ, স্বনির্ভরতা এবং সম্মিলিত নারীশক্তি একটি নতুন সামাজিক সম্ভাবনার দিক নির্দেশ করে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে নারীকে কেবল পারিবারিক সম্পর্কের পরিসরে আবদ্ধ করে উপস্থাপন করা হয়নি। বরং নারী এখানে শ্রমজীবী, সংগ্রামী, প্রতিবাদী, আবেগসচেতন, আত্মনির্ভর এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় সক্রিয় এক সামাজিক সত্তা। তাঁর গল্পে নারীর 'পরিসর' তাই কেবল গৃহের ভৌগোলিক সীমারেখা নয়; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক সম্পর্ক, শ্রম, প্রশাসনিক পরিসর, দাম্পত্য সম্পর্ক এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্ন। বিশেষত প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত নারীদের জীবনচিত্রের ক্ষেত্রে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে অর্থনৈতিক অবস্থান এবং লিঙ্গগত অভিজ্ঞতার আন্তঃসম্পর্কটি লক্ষণীয়। দারিদ্র্য নারীর জীবনে যেমন বঞ্চনা ও সীমাবদ্ধতা তৈরি করে, তেমনই শ্রম ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে সেই নারী আত্মমর্যাদা ও সামাজিক স্বীকৃতির নতুনক্ষেত্রও নির্মাণ করতে পারে। 'সখিনা'-র অর্থনৈতিক উদ্যোগ এবং 'শরীরের ভাঙা গড়া'-র ফুলমণির অধিকারচেতনা তার গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

অতএব, রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে নারীচরিত্রগুলির জীবনসংগ্রাম, প্রতিবাদ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মনির্ভরতার প্রয়াসের মধ্যদিয়ে নারীর ব্যক্তি ও সামাজিক সত্তার ক্রমবিকাশের একটি বহুমাত্রিক চিত্র নির্মিত হয়েছে। এই কারণেই তাঁর নির্বাচিত ছোটগল্পগুলিতে নারী পরিসরের পাঠ কেবল নারীর জীবনচিত্রের পাঠ নয়; বরং গ্রামীণ সমাজ, শ্রেণিবৈষম্য, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃ. ৩৩১
২. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, পিকনিক, গল্পসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০২২, পৃ. ৫
৩. তদেব, পৃ. ৫
৪. তদেব, পৃ. ৬
৫. তদেব, পৃ. ৮
৬. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, জাতিস্মর, গল্পসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০২২, পৃ. ১৫১
৭. তদেব, পৃ. ১৫৩
৮. তদেব, পৃ. ১৬৩
৯. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, চরৈবেতি, গল্পসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০২২, পৃ. ১৮৯
১০. তদেব, পৃ. ১৯৫
১১. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, শরীরের ভাঙা গড়া, গল্পসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০২২, পৃ. ২৬৪
১২. তদেব, পৃ. ২৬৮
১৩. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, সখিনা, গল্পসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০২২, পৃ. ২৩৭
১৪. তদেব, পৃ. ২৩৮
১৫. তদেব, পৃ. ২৪১

Bibliography:

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, ২০২১
ধর, গোবিন্দ (সম্পা.), কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় সংখ্যা, স্রোত পত্রিকা, জানুয়ারি ২০২৪
মল্লিক, দীপঙ্কর ও দেবারতি মল্লিক (সম্পা.), রামকুমার মুখোপাধ্যায় কথাযাত্রার চারদশক, দিয়া পাবলিকেশন, ২০২৪
মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, *গল্পসমগ্র,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০২২